NEW WESTMINSTER
Museums and Heritage Services

আর্ভিং গৃহ পরিদর্শণ

আর্ভিং গৃহে স্বাগতম। এই বাড়িটি Lower Mainland er সবচে পুরনো বাড়ি!

আর্ভিং গৃহ ১৮৬৫ সালে নির্মিত হয় আর ১৯৫০ সাল পর্যন্ত আর্ভিং পরিবার এ বাড়িতে অবস্থান করে।এ বাড়িটি নির্মাণে ১০,০০০ ডলার খরচ পড়েছিল যা ছিল তৎকালীন একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তির বর্ষিক আয়। উপনিবেশিক সময়ে … (check this sentence again. What is the Bangla for gothic revival style?)

ক্যাপ্টেন উইলিয়াম আর্ভিং ১৮১৬ সালে স্কটলান্ডের আনান, Dumfrieshire (check pronunciation) জন্মগ্রহণ করেন। উইলিয়াম ১৫ বছর বয়সে একজন কেবিন বালক হিসেবে প্রথমবার সমুদ্রযাত্রায়ে যান। ১৯ বছর বয়সেই তিনি first mate পদে উন্নীত হন। দশ বছর পর তিনি তাঁর নিজের জাহাজের ক্যাপ্টেন হতে সক্ষম হন, আর ১৮৪৯ সালে কালিফোর্নিয়ার উদ্যেশে পাড়ি জমান।

ক্রমে ক্রমে ক্যাপ্টেন আর্ভিং পোর্টল্যান্ড, অরেগান পর্যন্ত পৌছান। আর সেখানেই তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী এলিজবেথ জেন ডিক্সনের সাক্ষাৎ হয়।১৮৫১ সালে তাঁদের বিয়ের সময়ে কাপ্তিন আর্ভিং এর ৩৮ আর এলিজাবেথের ১৮ বছর বয়স ছিল।এই দম্পতির প্রথম চার সন্তান (জন, মেরি, সুসান,এবং এলিজাবেথ) অরেগনেই জন্মলাভ করে।১৮৫৯ সালে তাঁরা ভিক্টোরিয়ায় চলে আসেন; এখানেই তাদের পঞ্চম সন্তানের (নেলি) জন্ম হয়। (the rest of the paragraph needs some bangla word searching for translation). ক্যাপ্টেন আর্ভিং স্বর্ণখনির সাথে জড়িতদের ফ্রেসার নদী পর্যন্ত প্যাডেলচালিত নৌকায় নিরাপদের পৌছে দেন এবং বিনিময়ে প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করেন।

Double নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৮৭২ সালে ৫৬ বছর বয়সে ক্যাপ্টেন আর্ভিং মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী এলিজবেথ ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে আরো ১৩ বছর এ বাড়িতেই রয়ে যান।এরপর ১৮৮৫ সালে এলিজবেথ তাঁর নিজের দেশ পোর্টল্যান্ড, অরেগনেই ফিরে যান।১৮৭২ সালে ক্যাপ্টেন আর্ভিং এর একমাত্র পুত্রসন্তান জন ১৭ বছর বয়সে তাঁর পিতার ব্যবসায়ের হাল ধরেন।জন আর্ভিং ১৮৮৩ সালে জেন মানরোকে বিয়ে করেন। তাঁদের তিনটি সন্তান হয় যাদের একজন উইলিয়াম আলেকজান্ডার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৮১৬ সালে আলবার্ট, Somme (check pronunciation) নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে আর্ভিং পরিবারের পৈত্রিক ধারার অবসান ঘটে।

মেরি আর্ভিং ১৮৭৪ সালে টমাস লাশার ব্রিগস কে বিয়ে করেন। ১৮৮০ র দশকে তিনি তাঁর ভাই জনের তত্বাবধানে এক নিলামে আর্ভিং গৃহ কিনে নেন।ব্রিগস দম্পতি তাদের নয়জন সন্তানকে এ বাড়িতেই লালন-পালন করেন। তাঁদের সর্বকনিষ্ঠ দুই কন্যা, নাওমি এবং মানুএলা (check pronunciation), আজীবন কুমারী (is obibahito a better word?) থেকে যান। ১৯৫০ সালে পৌরসভার (what is the bangla for city? Does city mean municipality here?) কাছে এ বাড়িটি জাদুঘর হিসাবে বিক্রি করে দেবার আগ পর্যন্ত তারা এখানেই বসবাস করেন।

ছোট (see bangla for parlour)

বাড়িতে ঢুকতেই আপনার হাতের ডানদিকে পড়বে ...।লক্ষ্য করবেন ঘরটি বেশ জমকালো 9find a better bangla)। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আনুষ্ঠানিক আতিথেয়তায় ব্যবরিত হত এ ঘরটি (find better expression for the sentence)। পারিবারিক ছবি আর পরিবারের সবচে দামী আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো হত ঘরটিকে ।খুব সম্ভবত বাচ্চাদের অ ঘরে ঢুকতে বারণ ছিল আর বেশিরভাগ সময়েই ঘরটি বন্ধ থাকত।

ফায়ারপ্লেসের (find Bengali) উপরে রাখা ছবিটি ক্যাপ্টেন উইলিয়াম আর্ভিং এর.তার বাঁদিকের ছবিটি ক্যাপ্টেন আর্ভিং এর মেয়ে মেরি ব্রিগসের বিয়ের ছবি। ক্যাপ্টেন আর্ভিং এর ডানদিকের ছবিতে টমাস ল্যাশার ব্রিগস। ফায়ারপ্লেসের ডানদিকের দেয়ালে ঝুলছে ক্যাপ্টেন এবং বেগম আর্ভিং এর বিয়ের ছবি, তাদের ছেলে জন আর্ভিং এর ছবি, আর বেগম আর্ভিং এর সাথে তার চার মেয়ের ছবি। আর ফায়ারপ্লেসের বাঁদিকের দেয়ালের ছবিতে আপনারা টমাস এন্ড মেরি ব্রিগসকে তাদের নয়জন সন্তানের সাথে দেখতে পাবেন।

ব্রিগস পরিবার যখন প্রথম এ বাড়িতে থাকতে আসেন, তখন এর দেয়াল প্লাস্টার (find Bengali) করা ছিল. ১৮৮৭ সালে মেরি ব্রিগস বাড়িটি সংস্কার করার আগে এখানে কোনো ওয়ালপেপার (find Bengali) ছিলনা। এই ওয়ালপেপারটি কিন্তু আসল (find a better word for original), সেই ১৮৮৭ সালের।এই ঘরের বেশিরভাগ আসবাবপত্রই আর্ভিং এবং ব্রিগস পরিবারের আসল আসবাবপত্র; এমনকি ঘরের গালিচাটিও সেই ১৮৮৭ সালের।

Find Bengali for artefacts.

সোফা এবং তার সাথের মানানসই দুটি সবুজ চেয়ার বেগম এলিজাবেথ আর্ভিং তার বাপের বাড়ি থেকে এনেছিলেন। কথিত আছে যে এগুলো মিসৌরি থেকে ওরেগন ট্রেইল দিয়ে ওয়াগনে করে পোর্টল্যান্ডে আনা হয়েছিল ১৮৫০ অথবা ১৮৫২ সালে। সোফাটি অশ্বরোম দিয়ে স্টাফিং করা, বসলে খোচা লাগে।chairs ere recovered – from where?

আসবাবগুলো খাটো, কারণ রানী ভিক্টোরিয়ার উচ্চতা ছিল ৪ফুট ১০ইঞ্চি এবং তিনি নিজের জন্য মানানসই আসবাব পছন্দ করতেন। আর যেহেতু রানীর রুচিই ছিল সেরা রুচি, তাই সবাই তাঁকেই অনুকরণ করত. সবুজ চেয়ারদুটি ব্রিগস পরিবারের (brigs or dixion?)। লক্ষ্য করবেন, মহিলাদের চেয়ারে কোনো হাতল নেই. সে সময়ে মহিলাদের লম্বা স্কার্ট এমনভাবে পড়া নিয়ম ছিল যেন বসলেও তাঁদের পায়ের গোড়ালি দেখা না যায়. তাই চেয়ার এমনভাবে বানানো হত যেন লম্বা স্কার্টে তা ঢেকে যায়.

চেয়ারের সামনেই মেঝেতে রাখা জলচৌকি যেন পা ঠান্ডা মেঝেতে লেগে না যে. সে সময় insulation (find bangla) ছিলনা।

দেয়ালে টাঙানো কুঁড়েঘরের (find better word for cottage) চিত্রকর্মটি ক্যাপ্টেন বিল্লিয়াম আর্ভিং এর মেয়ে নেলির করা.

বড় পার্লার

ছোট পার্লারের ঠিক উল্টোদিকেই বড় পার্লার। এ ঘরটিকে বৈঠকঘর বলা হত. (what is the difference between drawing rrom and living room?)এ ঘরে কম আনুষ্ঠানিক, যেমন পারিবারিক সভার মত কাজে সবাই জড়ো হত. মহিলারা এখানে বসে তাঁদের বৈকালিক চা-নাস্তা খেতেন, বাচ্চারা তাদের গানের চর্চা আর মেয়েরা এখানে বসেই নানারকম সেলাই-ফোড়াই শিখত। এ ঘরটিতেই প্রতি রবিবার বিকেলে অরিবার সবাই জড়ো হত. বড়রা নৈশভোজনের পর অথবা গির্জা থেকে ফেরার পর এখানে বসেই নানা বিনোদনমূলক কাজ করেন, যেমন পিয়ানো বাজানো।

যেমনটা আগেই বলেছি, এ ঘরেরে ওয়ালপেপার এবং গালিচা সেই ১৮৮৭ সালের পুরনো। এর আগে দেয়ালে কেবল প্লাস্টার ছিল. সিলিং ঘেঁষে যে দড়ির (Bengali for hawser rope?) নকশা করা হয়েছে, তা করা হয়েছে ক্যাপ্টেন আর্ভিং এর নৌপথে বানিজ্যের সময়কে স্মরণ করে.

কোনো সন্দেহ নেই যে এ ঘরটিতেই ১৮৭২ সালে ক্যাপ্টেন আর্ভিং এর শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান হয়েছিল। মানুএলা আর নাওমি এ ঘরেই পিয়ানো বাজানো শেখাতেন।

ফায়ারপ্লেসের উপরে যে বিশাল সোনালী আয়নাটা টমাস এবং মেরির ১৮৭৪ সালের বিয়ের উপহার। কিন্তু ১৮৮৪ সালে মেরি তাঁর বিধবা মায়ের কাছ থেকে এ বাড়িটি কিনে নিয়ে এখানে থাকতে আসার আগে আয়নাটিও এখানে ছিলনা।

সোফায় রাখা পুতুলটি রবিবারীয় পুতুল। পুতুলটির মাথা পর্সেলিনের আর পুতুলটির ... (bangla for porcelain and lower arms) পুতুলের নাম রবিবারীয় পুতুল হবার কারণ খুব সম্ভবত যে বাচ্চারা এই পুতুল নিয়ে কেবল রবিবারেই খেলতে পারত।

সম্মূখ (check spelling) Hall (find Bangla)/প্রধান প্রবেশপথ

এখানে যে ceiling (find Bangla) রয়েছে তার উচ্চতা ১২ ফুট আর সিঁড়িটি ২৩ ধাপসম্পন্ন (আজকের ৮ ফুট সিলিংটির রয়েছে ১৩টি ধাপ)। সিলিং এর বৃহদাকার পদকাকৃত (find Bengali for Medallion) নকশাটি এ বাড়ির বিশেষ বৈশিষ্ট (find benglai for custom feature)। নকশার বিশেষ কাঁটাগাছ ক্যাপ্টেন আরভিং এর স্কটিশ ঐতিহ্যের প্রতীক আর গোলাপফুল পোর্টল্যান্ডের কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে ক্যাপ্টেন আরভিং এর সাথে তাঁর বধূর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। হলওয়ের গালিচা আর ওয়ালপেপার ১৯৫৩ সালে লাগানো হয় যখন আরভিং নিবাসকে জাদুঘরে পরিণত করা হয়।

এদিক দিয়ে উপরতলায় উঠুন

শিশুঘর

এই ঘরটি খুব সম্ভবত শিশুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে ঘরটি সাধারণ শোবার ঘরেই পরিণত হওয়ার কথা।ব্রিগস পরিবার এ বাড়িতে অবস্থানকালীন একজন আবাসিক আয়া রেখেছিলেন। খুব সম্ভব, তাদের আয়া এ ঘরেই ঘুমাতেন।

Artefacts (find Bangla) প্রসঙ্গে

হাল্কারঙের আসবাবগুলো ব্রিগস পরিবারের। অদ্ভুত আকৃতির কেতলিটি আসলে একটি পেয়ালা যা কেউ অসুস্থ শরীরে ব্যবহার করতে পারতো। পেয়ালার হাতলটি যে পাশে, তাতে অসুস্থ ব্যক্তি শোয়া অবস্থা থেকে না উঠেই পেয়ালার নলের মাধ্যমে ওষুধ সেবন করতে পারতেন।

বিছানার পাশের দেয়ালের ছবিটি রানী ভিক্টোরিয়ার যখন তিনি চার বছরের রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ছিলেন। From a painting in the Dulwich Gallery, London, England. (so, is it not original?) লন্ডনের ডালউইচ (check pronunciation) গেলারির একটি চিত্রকর্ম থেকে নেওয়া।

কাপড়ের আলমারির উপর রাখা নীল বোতলটি আসলে একটি নৈশবাতি। বোতলের ভেতরে একটি মোমবাতি আছে। মোমবাতি পুরোপুরি গলে যাওয়ার পর যদি ঘুম না আসে, তবে তা দুশ্চিন্তার বিষয়। (not an accurate tranlation !)

বিছানার পায়ের কাছে চেয়ারে বসা পুতুলটি ১৮৯৮ সালের অগ্নিকান্ড থেকে বেঁচে যায়।পুতুলটি লেক্সী ইউয়েনের (check pronunciation of ewen)। ১৮৯৮ সালের বিশাল অগ্নিকান্ডের আগে তাঁর পারিবারিক বাড়িতে চেয়ারে রাখা এই পুতুলটির একটি ছবি আছে।

প্রধান শয়নকক্ষ

বেলকনির দিকে যাবার ওঠে দেন পাশেই রয়েছে প্রধান শয়নকক্ষ। ক্যাপ্টেন এবং বেগম আরভিং এ ঘরেই থাকতেন। এ ঘরের কয়েকটি মূল পারিবারিক আসবাব যার মধ্যে রয়েছে এই খাট, এই দুটি চেয়ার আর মর্মর পাথরের শিরোভাগবিশিষ্ট এই কাপড়ের আলমারি। যেহেতু এই বাড়িটি প্রবাহমান পানি সরবরাহের আগে নির্মিত হয়েছিল, তাই লক্ষ্য করবেন যে এ ঘরে কয়েকটি পানির জগ আর হাতমুখ ধোবার গামলা রয়েছে। ঘরে আরো রয়েছে একটি মূত্রদানি যা কেবল রাতের বেলাতেই ব্যবহার করা হতো যখন কিনা প্রচন্ড ঠান্ডায় আর অন্ধকারে বাড়ির বাইরে যাওয়া যেতোনা। আরো লক্ষ্য করবেন যে এই ঘরের ভিতরের দরজা দিয়েই ঠিক পাশের শিশুকক্ষে যাওয়া যায়। ধারণা করা হয় যে ঘরের ভিতরের এই দরজাটি বাড়ি নির্মাণের পরে সংযোজন করা হয়। তার(which – the assumption?)একটা কারণ হলো এ ঘরের দেউড়ির কাঠামো আর পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠের কাঠামো এক নয়। ঢালাই লোহার ছোট্ট চুল্লীটি এ ঘরের মূল আসবাবের একটি যা শীতকালে ঘরটিকে উষ্ণ রাখতো। খুব সম্ভব প্রত্যেকটি সবার ঘরেই একটি করে এমন চুল্লী থাকতো।

ভিক্টোরিয়ান আমলের বাড়িতে দেয়াল প্রকোষ্ঠ সাধারণত থাকতো না তার কারণ এগুলো নির্মাণে অনেক জায়গাও লাগতো, আর অনেক খরচও পড়তো। কিন্তু এই বাড়ির প্রায় প্রতিটি ঘরেই দেয়াল প্রকোষ্ট রয়েছে। তাতে প্রমাণ হয় যে আরভিং পরিবার যথেষ্ট ধনীই ছিল।